প্রটোটাইপ ২

মানুষটির নাম অ্যালেক্স মার্সার। গম্ভীরমুখো, রাশভারি, নিষ্ঠুর হৃদয়ের একজন মানুষ। তার এতসব সমস্যার মধ্যে গুণ একটাই সে প্রটোটাইপ গেমের নায়ক। এর কল্যাণেই সে গেমিং জগতের সুপরিচিত মুখগুলোর একজন। প্রবল ব্যক্তিত্ব আর সুদর্শন চেহারার অ্যালেক্স প্রটোটাইপ সিরিজের প্রথম গেমটি নিয়ে অসংখ্য গেমারের মন জয় করে নিয়েছে। ভক্তদের বিপুল চাহিদা উপেক্ষা করতে না পেরে মার্কিন গেম জায়ান্ট অ্যাক্টিভিশন এবার এনেছে প্রটোটাইপ সিরিজের দ্বিতীয় গেম প্রটোটাইপ ২। তবে অ্যালেক্স ভক্তদের জন্য ছোট্ট একটি হুশিয়ারি আছে এ পর্বে। প্রটোটাইপ ২-এ অ্যালেক্স মার্সার নায়ক নয় বরং ভিলেন। অর্থাৎ এবার গেমারকে মাঠে নামতে হবে জেমস হেলার হয়ে অ্যালেক্স মার্সারের বিরুদ্ধে।

প্রটোটাইপ গেমটিতে দেখানো হয় অ্যালেক্সের ভেতরে এক ভয়াবহ ভাইরাস জন্ম নেয়। আর সে সেই ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে থাকে নিউইয়র্ক শহর জুড়ে। ক্রমান্বয়ে এ ভাইরাস জেমস হেলার, তার স্ত্রী এবং কন্যাকে আক্রমণ করে। জেমস হেলার বাদে তার পরিবারের সবাই মৃত্যুবরণ করে। দিশেহারা জেমস তখন প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে বেরিয়ে পরে নাটের গুরু অ্যালেক্স মার্সারের খোঁজে। কিন্তু যখন তারা মুখোমুখি হয় তখনই ঘটে বিপত্তি। অ্যালেক্সের ভাইরাসের গোড়াপত্তন ঘটে হেলারের শরীরেও।

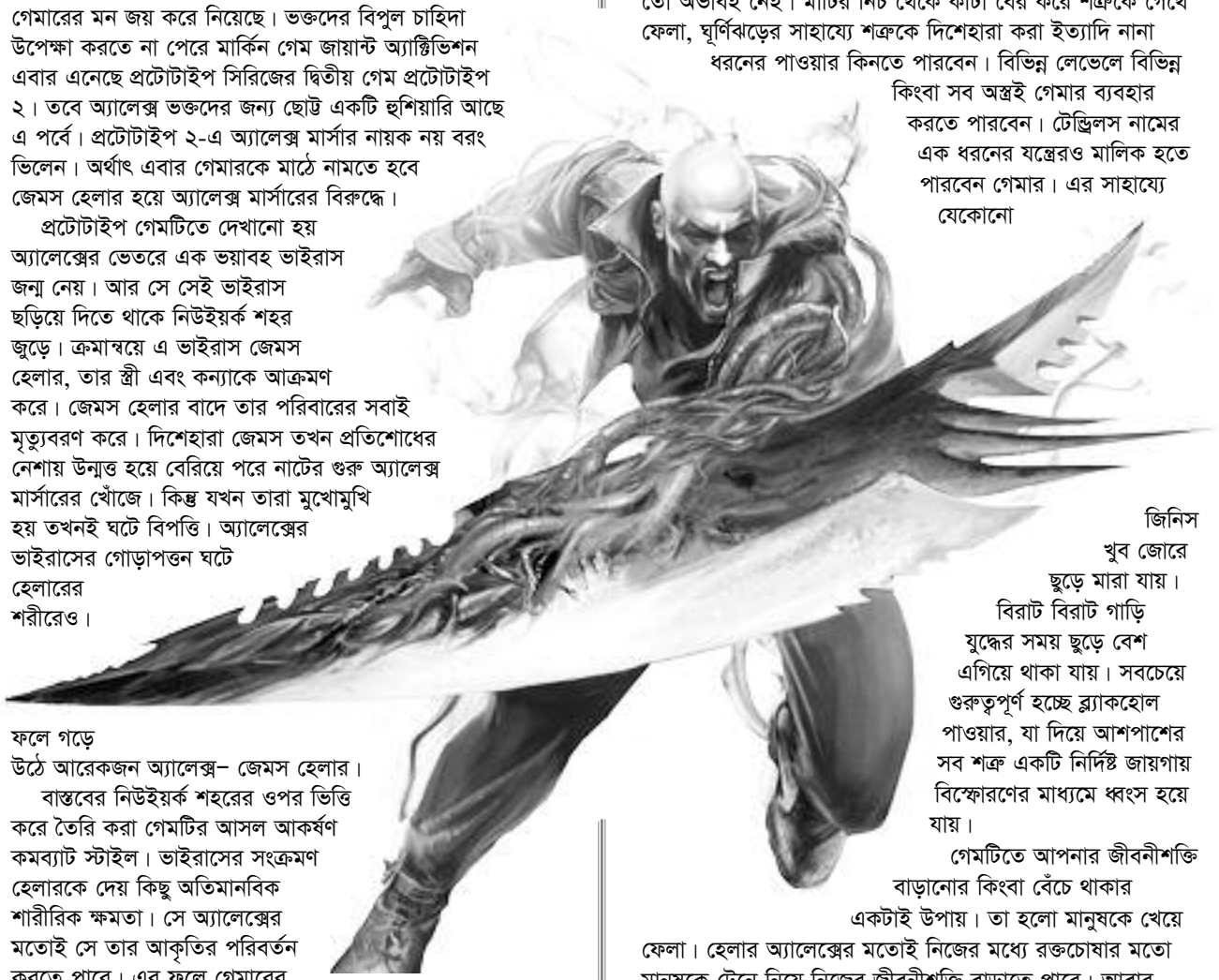

ফলে গড়ে উঠে আরেকজন অ্যালেক্স– জেমস হেলার।

বাস্তবের নিউইয়র্ক শহরের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা গেমটির আসল আকর্ষণ কমব্যাট স্টাইল। ভাইরাসের সংক্রমণ হেলারকে দেয় কিছু অতিমানবিক শারীরিক ক্ষমতা। সে অ্যালেক্সের মতোই সে তার আকৃতির পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে গেমারের নড়াচড়া, হাঁটাচলা সবকিছুই নতুন গতিপ্রাপ্ত হবে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে পারবে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। স্পাইডারম্যানের চেয়েও বহু উঁচুতে উঠে যেতে পারবে। ভাবছেন এত উঁচুতে উঠে গেলে নামবেন কী করে? অনেক উঁচু থেকে হেলার লাফ দিলেও মুহূর্তেই সে নিচে নেমে আসবে। চারপাশের রাস্তাঘাট চৌচির হয়ে যাবে। তবু হেলারের গায়ে এতটুকু আঁচর লাগবে না।

মোটামুটি সাধারণ পাওয়ার নিয়ে গেমটি শুরু করলেও সময়ের সাথে সাথে প্রচুর আপগ্রেড পাবেন। শুরুতে আপনার প্রথম হাতিয়ার হবে 'ক্লু', যা শুধু শত্রু থেকে শুরু করে সবকিছুকেই ধ্বংস করতে পারে নিমিষেই। বিভিন্ন অ্যাকশন থেকে আপনার এক্সপেরিয়েন্স পয়েন্ট বাড়বে, যা থেকে আপনি পাবেন বাড়তি সব সুবিধা। অস্ত্র আর পাওয়ার কেনার দোকানটিও কম বড় নয়। ক্ষুরধার ব্লেড থেকে শুরু করে নানা আধুনিক অস্ত্র পাবেন অস্ত্রাগারে। আর পাওয়ারের তো অভাবই নেই। মাটির নিচ থেকে কাঁটা বের করে শত্রুকে গেঁথে ফেলা, ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে শত্রুকে দিশেহারা করা ইত্যাদি নানা ধরনের পাওয়ার কিনতে পারবেন। বিভিন্ন লেভেলে বিভিন্ন কিংবা সব অস্ত্রই গেমার ব্যবহার করতে পারবেন। টেন্ড্রিলস নামের এক ধরনের যন্ত্রেরও মালিক হতে পারবেন গেমার। এর সাহায্যে যেকোনো জিনিস খুব জোরে ছুড়ে মারা যায়। বিরাট বিরাট গাড়ি যুদ্ধের সময় ছুড়ে বেশ এগিয়ে থাকা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্ল্যাকহোল পাওয়ার, যা দিয়ে আশপাশের সব শত্রু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়।

গেমটিতে আপনার জীবনীশক্তি বাড়ানোর কিংবা বেঁচে থাকার একটাই উপায়। তা হলো মানুষকে খেয়ে ফেলা। হেলার অ্যালেক্সের মতোই নিজের মধ্যে রক্তচোষার মতো মানুষকে টেনে নিয়ে নিজের জীবনীশক্তি বাড়াতে পারে। আবার তাদের ছদ্মবেশও সে ধরতে পারে নিখুঁতভাবে, যা গেমারকে সাহায্য করবে গোপনে আক্রমণ করতে। নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ আর ভয়াবহতার মাঝে সিরিজের প্রথম গেমটিকে সহজেই ছাড়িয়ে গেছে প্রটোটাইপ ২। তাই হার্ডকোর গেমারদের প্রথম পছন্দ হতে এর জুরি মেলা ভার।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিস্তা/৭। **সিপিইউ :** ডুয়াল কোর। ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন প্রসেসর। **র‍্যাম : ১** গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিস্তা/৭। **ভিডিও কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার। **১২** গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। সাউন্ড কার্ড। কীবোর্ড। মাউস।

১৮ হুইলস অব স্টিল : এক্সট্রিম ট্র্যাকার ২

ভ্যালুসফট আর এসসিওএস সফটওয়্যার বরাবরের মতো এবারও তাদের ভিন্নধর্মী সিম্যুলেশন রেসিং গেম এক্সট্রিম ট্র্যাকারের দ্বিতীয় পর্বে এনেছে নতুন চমক। মার্সিডিজ কিংবা বিএমডব্লিউর তুখোড় সব রেসিং কার নয়, বরং এবারের আকর্ষণ ReoRs ট্রাক-লরি-ভ্যান ইত্যাদি। কিছুটা স্বল্প পরিসরে প্রকাশিত হলেও গেমটি ইউরোপ মহাদেশে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বাজারের রাঘব বোয়ালদের সাথে পাল্লা দেয়া গেমটির লক্ষ্য না হলেও এক্সট্রিম ট্র্যাকার ২ খুব ভালোমতোই এ কাজটি করতে পেরেছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত সব অঞ্চলকে নিয়ে গেমটির রেসিং ট্র্যাকগুলো তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু দুর্গম রাস্তাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশী গেমারদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ। এছাড়া এখানে মন্টানা, বলিভিয়া, উত্তর পেরু, অস্ট্রেলিয়ার দুর্গম সব পাহাড়ি, মরুভূমি, মালভূমি অঞ্চলকে রেসিং ট্র্যাকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব রেসিং ট্র্যাকের সাথে গেমার যদি একবার একাত্ম হয়ে যেতে পারেন, তবে অদ্ভুত এক আনন্দ এসে ভর করবে।

এ গেমটি অন্য গেমগুলোর মতো অনন্যসাধারণ না হলেও একটু ধৈর্যশীল গেমাররা ঠিকই গেমটির মধ্য থেকে এর আনন্দ খুঁজে নেবেন। ভারবাহক হয়ে ট্রাক, ভ্যান বা লরিতে করে বিশাল বিশাল মালামালের

প্যাকেজ গেমারকে পৌঁছে দিতে হবে হয়তো কোনো কোনো জায়গাতে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই। সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে বেঁধে দেয়া সময় আর দুর্গম এলাকা। কিছু কিছু বাহন এত বিশাল আর রাস্তা এতই সরু যে গাড়ি চালাতেই হিমশিম খেতে হবে। আবার তাড়াহুড়া করে গাড়ি চালাতে গেলে পড়ে যেতে পারেন পাশের গভীর খাদে, কিংবা ধাক্কা লেগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে মূল্যবান মালপত্র। ৩০ ধরনের বাহন এবং মালপত্র নিয়ে মিশনগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

উত্তরের বরফ, আমেরিকার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চট্টগ্রামের ঘন অরণ্য সব মিলিয়ে বিচিত্র পরিবেশে আর প্রতিটি প্রেক্ষাপটের আছে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা। আপনি হঠাৎ করে যখন দেখবেন আপনার সামনে-পেছনে বাংলাদেশী ট্রাক আর তাতে লেখা '১০০ হাত দূরে থাকুন' কিংবা পাশে লেখা 'সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন' তখন হঠাৎ করে ভড়কেও যেতে পারেন। হাতপাখা, ইলিশ কিংবা শাপলা প্রভৃতি যেমন আমাদের গাড়িগুলোর গায়ে আঁকা থাকে, তেমনটিও স্পষ্ট দেখতে পারবেন। ফেনী থেকে এই রাস্তা শুরু হয়ে শেষ হবে চট্টগ্রামে। কোনো কোনো মিশনে গ্রামীণ বাঙালি নারী কিংবা ছোট বালককে দেখা যাবে রাস্তার ধারে। অসম্ভব সুন্দর এ গেমটি নিয়ে তাই দেশপ্রেমী গেমাররা বসে পড়ুন আর উদ্বুদ্ধ হোন নিজেও।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিস্তা/৭। **সিপিইউ :** পেন্টিয়াম ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি প্রসেসর। **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিস্তা/৭। **ভিডিও কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার। ১২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। সাউন্ড কার্ড। কীবোর্ড। মাউস।

সিন্ডিকেট

২০৬৯ সাল। পৃথিবীতে কোনো সরকার ব্যবস্থা নেই। সবকিছু চলে বিশাল বিশাল কিছু কর্পোরেশন কোম্পানির ইঙ্গিতে। তারা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র, সামরিক শক্তি। সবকিছুতেই তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। গেমটির প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে এমনই একটি প্রতিষ্ঠান ইউরোক্রপকে কেন্দ্র করে। ইউরোক্রপ এমন একটি কর্পোরেশন, যারা অন্য সবকিছুর ওপর সামরিক শক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর কিছুদিনের মধ্যেই এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভীতি উদ্রেককারী একটি সংস্থায় পরিণত হলো। কারণ তারা ডার্ট চিপ নামে এক ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে, যা দিয়ে সময়কে কয়েক শতাংশের জন্য ধীর করে দেয়া যায়। ইউরোক্রপ সময়কে ব্যবহার করে পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম মিলিটারি ফোর্স তৈরি করার কাজে নেমে পড়ে, যার পরের পরিণাম ছিল নিঃসন্দেহে ভয়াবহ।

তারা এক সেনাদল গড়ে তোলে। তাদের প্রত্যেককে দেয়া হয় নিজস্ব রিজেনারেশন এবং যেকোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র হ্যাক করার ক্ষমতা। ধীরে ধীরে সংস্থাটি ভেঙে পড়ে এবং সেই সেনাদলের ভয়ঙ্কর সব এজেন্ট ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবী জুড়ে। এ ধরনের এক এজেন্টের ভূমিকায় খেলতে হবে গেমারকে। আর তার নাম মাইলস কাইলো।

মাইলস কাইলোর যখন জ্ঞান ফিরে তখন দেখতে পায় নিজেকে একদল আক্রমণকারীদের মধ্যে। যুদ্ধ শেষে কিছু লোক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার পর সে জানতে পারে ইউরোক্রপের পালিয়ে যাওয়া এজেন্টদের একজন। এরপর ধীরে ধীরে গল্প এগোতে থাকে। গেমটির গল্প অসম্ভব সুন্দর না হলেও রোমাঞ্চকর সব বাঁকে ভরা। তাই গেমটিতে এরপর কী হবে সেটা এখানে ফাঁস করব না।

গেমটিকে অবশ্যই গেমাররা বলে ব্লাড বাথ ধরনের গেম। বিভিন্ন শক্তিশালী এজেন্ট, সেনাবাহিনী, রোবটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে গেমারকে। গেমারের আছে ডার্ট চিপ যা দিয়ে সে সময়কে কিছু ভগ্নাংশের জন্য ধীর করে দিতে পারে। সে মানুষের মনে কিছু জটিল ফাংশনও তৈরি করতে পারে। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর সে কোনো মানুষকে আত্মহত্যা, অন্যকে হত্যা করা কিংবা ভুল করে নিজেকে আঘাত করে ফেলা প্রভৃতি কাজ করতে পারে। আছে অনেক ধরনের অস্ত্র এবং আপগ্রেড। প্রতিটি অস্ত্রের একাধিক ফায়ারিং মোড গেমটিকে অন্য সব ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম থেকে অভিনবত্য এনে দিয়েছে। সুতরাং গেমারদের উচিত দেরি না করে এখনই ২০৬৯ থেকে ঘুরে আসা আর পৃথিবীকে আরও একবার রক্ষা করা।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিস্তা/৭। **সিপিইউ :** ডুয়াল কোর। ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন প্রসেসর। **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিস্তা/৭। **ভিডিও কার্ড :** ৫১২ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার। ১২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। সাউন্ড কার্ড। কীবোর্ড। মাউস।